‘সংকট চলছে, ডিজেলের দাম হু হু করে বাড়ছে... বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার কিছু নেই’

ইকবাল হাসান মাহমুদ
বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ভয়াবহ বিপর্যয়ে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। বিদ্যুতের সংকট সমাধান সহ নানা বিষয়ে কথা হয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ, সাবেক পিডিবির চেয়ারম্যান প্রকৌ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও নুরুদ্দীন মাহমুদ কামালের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন...**সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিদ্যুতের এমন বেহাল দশা। অথচ গতকালও আপনি নিজ এলাকায় গেছেন নির্বাচনী কাজে...

ইকবাল হাসান মাহমুদ : নির্বাচন সামনে। সঙ্গত কারণে সবাই নিজ এলাকায় যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি। এলাকার মানুষের কাছে সব সময়ই যাই। গতকাল গিয়েছিলাম ওখানকার বিদ্যুৎ প্রকল্পের খবর নিতেই। শুধু নির্বাচনী কাজে নয়, ওখানে প্রতিদিন ১৫০-২০০ মিলিয়ন টাকার কাজ হচ্ছে, মন্ত্রী হিসেবে আমি নিয়মিত তদারক করছি।

২০০০ : দেশের মানুষ বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ। মন্ত্রী হিসেবে কী বলবেন?

মাহমুদ : বিদ্যুতের বিভ্রাট এবারই প্রথম নয়। প্রথম থেকেই ঘাটতি ছিল। বিশাল ঘাটতি নিয়েই আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম। অনেক পদক্ষেপও নিয়েছিলাম। মন্ত্রী হিসেবে আমি কখনোই কোনো কাজে অবহেলা করিনি। কাজ করে যাচ্ছি। দেশের মানুষ যারা আমাকে চেনে তারা আমাকে দোষ দেবে না। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে, বিদ্যুৎ সংকটের দায় এককভাবে আমার ওপর বর্তায় না।

২০০০ : কথাটা বুঝলাম না। আপনি দায়িত্বশীল মন্ত্রী, দায় আপনার ওপর বর্তাবে না...

মাহমুদ : বিদ্যুৎ আসে কোত্থেকে? গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল থেকে। আমি তো এসব জ্বালানি সরবরাহের দায়িত্বে নেই। আমারও কিনতে হয়। এগুলোর সংকট চলছে। ডিজেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। কীভাবে প্রয়োজনমতো কিনে চাহিদা পূরণ করবো? বিদ্যুতের সংকট নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলারও কিছু নেই। কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করেন তারপর দায় চাপান, এর আগে ক্লেম করা অনুচিত। আর একটা কথা, প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন বিদ্যুৎ সংকটে আমি সিরাজগঞ্জে কেন গিয়েছি। আপনারা সাংবাদিকরা যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা প্রশ্ন করেন। সঙ্গত-অসঙ্গত কোনো কিছুই বিচার করেন না।

২০০০ : দেশে বিদ্যুতের সংকট কতটা প্রকট একটু বলবেন?

মাহমুদ : এই প্রশ্ন করার জন্য সকাল থেকে বসে আছেন? প্রতিদিনের পত্রিকায় আপনারাই লেখেন ১৬০০-১৭০০ মেগাওয়াট সংকট। আপনারা সাংবাদিকরা নিজেরাই একাধারে জ্বালানি, বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ। এসব প্রশ্নের উত্তর আমার চাইতে আপনারাই ভালো জানেন।

২০০০ : ভেড়ামারায় সাড়ে ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আপনার একক সিদ্ধান্তে সিরাজগঞ্জে করছেন। বিষয়টা কি যৌক্তিক কিংবা এমনটা প্রয়োজন ছিল কি?

মাহমুদ : আমি মন্ত্রী। আমার সিনিয়র প্রধানমন্ত্রী আছেন। আমি ইচ্ছে করলেই হবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। ভেড়ামারায় গ্যাসনির্ভর পাওয়ার প্ল্যান্ট করার কথা ছিল। গ্যাসের লাইন ওই দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। তাই অবস্থা বিবেচনা করে সিরাজগঞ্জে নেয়া হয়েছে। আসলে দেশের পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুতের ঘাটতি বেশি। তাই ওই অঞ্চলের যেকোনো জায়গায় করাই উত্তম।

২০০০ : জানা গেছে, সিরাজগঞ্জের পাওয়ার প্ল্যান্টেও দুই-তিনবার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন তো বহু দেরি।

মাহমুদ : এটা একটা বৃহৎ প্রকল্প। দেখেশুনে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর টেন্ডার কতবার হলো এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কী আছে? ভাই এখন ব্যস্ত আছি, পরে আসেন।

২০০০ : শেষ প্রশ্ন। আমরা সংকট থেকে মুক্তি চাই। দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসেবে বলুন, মুক্তি কীভাবে পাবো।

মাহমুদ : আমরা চেষ্টা করছি। সামনে গরম আরো বাড়বে। চাহিদা আরো বাড়বে। এসব মাথায় রেখে কাজ করছি। প্রয়োজনে বার্জ মাউন্টেন আনা হবে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হয়েছে। পুরোপুরি চালু হলে অনেকখানি ঘাটতি পূরণ হবে। সম্প্রতি ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি হয়েছে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে। এই টাকা পেলেও অনেক কাজে আসবে।

২০০০ : সম্প্রতি বলেছেন মাগুরা, সাভার, ঢাকা- ‘কোথাও তো অন্ধকার দেখি না।’

মাহমুদ : গণমাধ্যমগুলোতে কখন কী বলা হয় আর কখন কী প্রচার হয়- এ নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরক্ত। মিডিয়ার কাজ কখনো মনে হয় কোনো রাজনৈতিক দলের পারপাস সার্ভ করে দিচ্ছে। মাগুরা, সাভার কিংবা ঢাকায় সবখানেই কম বেশি লোডশেডিং চলছে। আমরা প্রায়রিটির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি, দেশে বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে যত কথা হয়, সংকট সমাধানে তত কথা হয় না। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সমাধানের বিষয়টি আলোচনায় আনতে পারে। শ্রীলঙ্কায় ওয়ার্কিং আওয়ারকে ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে ২৪ ঘন্টা থেকে কমিয়ে দিন-রাতকে ২৩ ঘন্টায় কাউন্ট করেছে। আমরাও তেমনটি করতে পারি। সন্ধ্যায় দোকানপাটের বিদ্যুৎ চাহিদা কমিয়ে আনা যেতে পারে। এ ছাড়া দেশের সমস্ত গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে পারে। দেখেন, আমাদের দেশে নানা রকম সীমাদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেই সমালোচনা ও সমাধান করা উচিত।

‘২০০০ সালে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছিল সে পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে ২০০৬ সালে বিদ্যুতের এমন সংকট দেখা দিতো না’

প্রকৌ : কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
সাবেক চেয়ারম্যান, পিডিবি

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিদ্যুতের এখন যে অবস্থা চলছে তাকে ‘সংকট’ বলে মনে করেন কি না?

কামরুল ইসলাম : সংকট তো বটেই। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ে যে ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান’ ছিলো তা বাস্তবায়ন হয়নি। একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা চলছে, অপরদিকে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলছে। দেশের পূর্বাঞ্চলে সমস্ত পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো গ্যাসনির্ভর। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চল ডিজেলনির্ভর। দীর্ঘমেয়াদি একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল ২০০০ সালে। তাতে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভেড়ামারায় সাড়ে চারশ’ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গ্যাসনির্ভর করেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সে সময় একনেকে প্রকল্পটি অনুমোদনও দেয়া হয়েছিল। তবে এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি।

২০০০ : একনেকে সিদ্ধান্তের পরও বাস্তবায়ন হলো না কেন?

কামরুল : হলো না কেন বলা কঠিন। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন তো হয়ইনি উপরন্তু সেই প্রকল্প সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। বিগত চার বছরেও টেন্ডার ফাইনাল করতে পারেনি। যতদূর জেনেছি তিনবার টেন্ডার কল করা হয়েছে।

২০০০ : সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত এটা বাস্তবায়ন হয় না কেন?

কামরুল : আসলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় কারো কারো ব্যক্তিস্বার্থ থাকলে। ভেড়ামারার প্রকল্প সিরাজগঞ্জে নেয়ার যৌক্তিকতা খুঁজলেই একনেকের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা পাবেন।

২০০০ : ‘পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান’ একটু বুঝিয়ে বলবেন?

কামরুল : দেশের সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় আগামী ১৫-২০ বছরের জন্য পাওয়ারবিষয়ক পরিকল্পনা। এটা ২০০০ সালে করা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আজ ২০০৬ সালে বিদ্যুতের এমন সংকট দেখা দিতো না।

২০০০ : পরিকল্পনা এখন কি অবস্থায় আছে?

কামরুল : ফাইলবন্দি হয়ে। অবশ্য এর কারণ সরকার এককভাবে দায়ী নয়। বলা যায়, বিশ্বব্যাংকের চাপে অনেক পরিকল্পনারই পরিবর্তন হয়। নতুন করে পরিকল্পনা নেয়া হয়। যেমন বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থাদের দাবি বিদ্যুৎ সেক্টরকে বেসরকারিকরণ করতে হবে। আমি এটার ঘোর বিরোধী। মাত্র ১৪ মাস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। সে সময় কোনো অবস্থাতেই চাইনি পিডিবির লাভজনক খাতকে আরইবির কাছে ছেড়ে দিতে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার কাছে দিতে চাইনি। বিশ্বব্যাংক বলতো সংস্কার। আমি বলতাম সংস্কার মানি, তবে আমাদের দেশের পরিস্থিতি বুঝে তা নিতে হবে। টেক্সটাইল খাত কিংবা ওষুধ খাত বেসরকারিকরণ কখন হয়েছে, যখন দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠেছে। আমিও চেয়েছিলাম পিডিবির জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলার।

২০০০ : আপনার সঙ্গে দাতা সংস্থাদের মতপার্থক্যের কারণে সমস্যা হতো না?

কামরুল : আমি সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী। বিশ্বব্যাংক সরাসরি কোনো সমস্যা করতো না।

২০০০ : শোনা যায়, বিশ্বব্যাংক ও দাতাদের চাপে আপনাকে সরিয়ে দেয়া হয়।

কামরুল : আমার অনেক সিদ্ধান্তই দাতারা পছন্দ করেনি। আর তা ছাড়া দাতাসংস্থা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে টাকা দিতে চায় না। এ বিষয়ে তাদের বহুবার বলার পরেও আগ্রহ দেখায়নি। তারা শুধু বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ানো, টেলিফোন, ট্রান্সপোর্ট, রাস্তা, ব্রিজের জন্য টাকা দেয়। তাদের ওই টাকায় পিডিবির উন্নতি হয় বলে মনে হয় না। আর একটা ব্যাপার পিডিবিতে দুর্নীতি ক্রনিকের মতো। ওপর লেবেলে (ম্যানেজার) লোকবল কম। নিম্নপর্যায়ে জনবল আবার অতিরিক্ত।

২০০০ : দুর্নীতির ব্যাপারটায় একটু পরে আসি। বিশ্বব্যাংক বা দাতা সংস্থা আমাদের পাওয়ার সিস্টেমের জন্য সহায়ক কি না?

কামরুল : সহায়ক তো নয়ই, রীতিমতো হুমকিস্বরূপ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, মালয়েশিয়া এমনকি ভারত, সবাই কীভাবে পাওয়ার সেক্টরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো? ওদের স্টেপগুলো দেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করলে বিশ্বব্যাংক যেভাবে খবরদারি করে থাকে তা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। কোনো ক্ষেত্রে বলবো পাওয়ার সিস্টেমকে তারা অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চায়।

২০০০ : আমাদের দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার এক সহজ চিত্র তুলে ধরবেন?

কামরুল : সরকারে ছোটবড় মিলিয়ে ১৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। আর আইপিপি (ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট) আছে খুলনা, হরিপুর, মেঘনা ঘাট। অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্রই অনেক পুরনো। তত্ত্বাবধান হয় না। দক্ষ জনশক্তি নেই। ম্যানেজার লেবেল পাওয়ার সেকশনে অভিজ্ঞ লোক একেবারেই নেই। যার ফলে আমাদের উৎপাদক কেন্দ্রে যা ক্ষমতা তার অর্ধেকও উৎপাদন করতে পারছি না। দেশে এক হাইড্রোলিক পাওয়ার সেক্টর হলো কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ। সেটার অবস্থাও ভালো না। তবে আইপিপিগুলো ভালো চলছে। আমি মনে করি, সরকার এবং এ বিদ্যুৎমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেনি। বিগত ৪-৫ বছর কাজের কাজ কিছুই করেনি। গাজীপুরে বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলো। যা শুরুতেই বন্ধ হলো। ওখানে নাকি ফিল্টার বেশি লাগে। রাবারের কারখানা থাকায় বাতাসে বিশেষ উপাদান থাকে। আমি বলবো একটা পাওয়ার সেক্টর করতে পরিবেশের ওপর সার্ভে হবে না? আর ফিল্টার লাগলেও বন্ধ করে পাল্টাতে হবে কেন?

২০০০ : চাহিদা অনুযায়ী আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছি না কেন?

কামরুল : দেশে ৭ থেকে ৮ হাজার মেগাওয়াট পাওয়ার জেনারেট করার পরিকল্পনামতো চললে এতোদিন ভেড়ামারায় সাড়ে চারশ’ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারতাম। কাপ্তাই জল বিদ্যুতের উন্নয়ন ঘটিয়ে বর্ষা মৌসুমে আরো একশ’ মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারতাম। দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়া কয়লা নির্ভর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ পেতাম। আসলে এ সেক্টর এতো গুরুত্বপূর্ণ অথচ ধারাবাহিক অবহেলা আর স্বেচ্ছাচারে এমন বেহাল দশা।

দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দুটি অংশে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চল গ্যাসনির্ভর আর পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ রংপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত সবই চলে ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল দিয়ে। বর্তমানে ডিজেলের দামও চড়া। ইউনিটপ্রতি ১০ টাকা করে বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় খুলনা অঞ্চলের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিকমতো চালাতে না পারলে রাজশাহী অঞ্চলেও বিপর্যয় হবে।

২০০০ : আপনি পিডিবিতে যোগ দেয়ার সময় বিদ্যুৎ সংকট ছিলো তখন কীভাবে সমাধান খুঁজেছেন।

কামরুল : আমি একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম সব স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে একসঙ্গে বসতাম। গ্রাহীতারা তাদের অভিযোগ দিতো। আমরাও আমাদের কর্মচারীদের দুর্নীতি ধরতে পারতাম। বিল আদায়ও ভালো হতো। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে বিদ্যুতের ডিস্ট্রিবিউশনে যে

দুর্নীতি হয় তার বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতো।

আর একটা বিষয় চাইতাম, যেটা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কন্ট্রাডিকট করতো। পেট্রোবাংলার অধীনে যেমন তিতাস গ্যাস, বাখরাবাদ ইত্যাদি। ঠিক তেমনি পিডিবির অধীনে সব থাকবে। বিশ্বব্যাংক বলে পিডিবি দুর্নীতির আখড়া। আমি বলি আরইবি কি ধোয়া তুলসিপাতা! তাদের বিরুদ্ধেও তো দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সরকার অবশ্য ইতিমধ্যে অনেকখানি নতি শিকার করেছে। জানতে পারলাম শহর এলাকার লাভজনক খ্যাত আরইবির কাছে দিয়ে দিয়েছে। আমার সময়ে আইপিপি চালু হয়েছিল। ম্যানেজমেন্টেও একটা ভালো অবস্থা এসেছিল।

২০০০ : সরকার ও নীতিনির্ধারক মহল গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে ভালোর দিকে নিতে পারছে না কেন? আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বললে ভালো হয়।

কামরুল : সরকার ইচ্ছে করলেই পুরো সিস্টেম ভালো করে দেবে ব্যাপারটা এমন নয়। পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। নিজেদের সঙ্গেই বিদ্যুৎ খাতকে ঠিক করে তুলতে হবে। এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মেইনটেনেন্স। যেমন ধরেন রাউজান পাওয়ার প্ল্যান্ট। এ প্ল্যান্ট শুরু থেকেই ঝামেলা করছে। চাইনিজ কোম্পানির সঙ্গে মেইনটেনেন্স নিয়ে একটা চুক্তি হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, আজ ৬-৭ বছর হলো কোনো উন্নতি হয়নি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, সরকারও ব্যাপারটায় মনোযোগী হচ্ছে না। বিদেশীরা এই যে দিনের পর দিন যা করছে তার আউটপুট কি? মূল্যায়ন করবে না?

রাউজান পাওয়ার প্ল্যান্টের উদাহরণ আর একটি কারণে টানলাম। তাহলো নদীর ধার থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ পরিকল্পনায় বড় একটা ত্রুটি ছিলো। এখানে পানির প্রবাহ ঠিকমতো রাখতে হলে নদীর কাছাকাছি রাখতে হয়। কিন্তু সেটা হয়নি। যার ফলে পাম্প দিয়ে পানির সরবরাহ ঠিক রাখা হয়। অনেক সময় দেখা যায় পানির পাম্প বন্ধ থাকে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়। আমি এ কথা দিয়ে দুটি ব্যাপার বোঝাতে চাই। একই বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় অনেক কিছুই কেনার ব্যাপার থাকে, যেখানে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। রাউজানে যেটা হয়েছিল। দুই, সবদিক বিচার-বিবেচনা করে পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

২০০০ : আপনি জিনিসপত্রের ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপারটা বলছেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এগুলোর কী কোনো প্রতিকার নেই?

কামরুল : পাওয়ার সেক্টরের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানকার দুর্নীতি। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শুধু নিজেদের ব্যাপারটাই দেখে, দেশ ও দশের স্বার্থ দেখে না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অনেক সময় অনেক প্রজেক্ট নেয়া হয়। কিন্তু সুষ্ঠু তদারকির অভাবে তা সফলতার মুখ দেখে না। তাই এ ক্ষেত্রে প্রতিকার হলো, সরকারের তদারকি বাড়াতে হবে।

আর বিদ্যুৎ বিলিং ও ডিসট্রিবিউশনের দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য নিম্নস্তরের জনবলকে প্রয়োজন মতো রেখে বাকি সবাইকে সরিয়ে দেয়া। গ্রাহকদের সঙ্গে পিডিবির সম্পর্ক আরো স্বচ্ছ ও কাছের করে তোলা। পাওয়ার সেক্টরে যেসব অভিজ্ঞ অফিসার আছে তাদের পাওয়ার সেক্টরেই রেখে দেয়া। আর একটা ব্যাপার, আমাদের বিলিং সিস্টেম কম্পিউটারাইজ করা যেতে পারে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যন্ত্রপাতিকেও আধুনিকায়ন করা উচিত।

২০০০ : এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। দেশে অনেক বিদেশী কোম্পানি বিদ্যুৎ খাতে অর্থায়ন চায়। সরকার এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

কামরুল : সরকারের বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের কাজে সচ্ছতা নেই। যেমন সিরাজগঞ্জে পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য দু'বার টেন্ডার দেয়া হয়েছিল। তৃতীয়বার দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। এ রকম করলে তো বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এছাড়াও তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যুতের মূল্য, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সরকার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনএ বলে অভিজ্ঞ কোম্পানি হতে হবে। এ কন্ডিশনের যৌক্তিকতা নেই। একজন ব্যবসায়ির টাকা আছে, সে ইনভেস্ট করবে। এতে অভিজ্ঞতা দেখার কিছু নেই।

'সাড়ে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প কীভাবে করবেন? এ জাদু মন্ত্রী হওয়ার আগের না পরে শিখেছেন।'

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল
সাবেক চেয়ারম্যান, পিডিবি

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত। আপনি বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করেছেন। এই অবস্থার কারণ কী?

নুরুদ্দীন মাহমুদ কামাল : তখনও একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়নি। বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে এক ডায়ালগ অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হই। সে সময় মন্ত্রী জানান, দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য সাড়ে ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রজেক্ট করা হবে। আমি কথাটা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম! প্রশ্ন করেছিলাম ইকবাল মাহমুদ সাহেবকে, সাড়ে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প কীভাবে করবেন? এ জাদু মন্ত্রী হওয়ার আগে না পরে শিখেছেন। মন্ত্রী সাহেব আমার কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি সিরাজগঞ্জের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্প হাতে নিলেন। এর মাঝে ৪ বছর পার হলো। গত কয়েক দিন আগে দেখলাম, প্রতিমন্ত্রী সাহেব প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করলেন। আমি যতদূর জানি, ওই প্রজেক্টের কাজ বাস্তবে কিছুই হয়নি। সরকারের এমন অলীক চিন্তা-চেতনায় ধাবিত হওয়ার জন্য বিদ্যুতের এমন সংকট তৈরি হয়েছে। এ সরকারের সমালোচনা করতে চাই না। বিদ্যুতের ঘাটতি নতুন নয়। সরকারের উচিত ছিল, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেয়া। কিন্তু তা হয়নি। দেখা গেছে, বিগত ৪ বছরে ১২/১৪ হাজার নতুন বিদ্যুৎ লাইন দেয়া হয়েছে। এই নতুন লাইনের গ্রাহক বেড়েছে, অপরপক্ষে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়েনি। দেশে এখন ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আছে। এই সমিতিগুলোতে বিদ্যুতের স্টক নেই।

সরকারের প্রকাশনা অনুযায়ী ২০০৩-২০১২ সাল পর্যন্ত ৬২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এ হিসাবে, বছরে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। কিন্তু সরকার বাস্তব সমাধানের পথে এগুচ্ছে না।

কাগজে-কলমে বিদ্যুতের ঘাটতি ১৫০০ মেগাওয়াট। বাস্তবে এই ঘাটতি আরো ভয়াবহ। কারণ, বিদ্যুতের একটা বড় অংশ চুরি হয়ে যায়। লালবাগ এলাকায় এক সময় ৬৪ শতাংশ বিদ্যুৎ চুরি হতো। বর্তমানে সেখানে কমিয়ে ৫৪ শতাংশে আনা হয়েছে।

২০০০ : আপনি যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখন বিদ্যুৎ ঘাটতি কীভাবে মোকাবেলা করেছেন?

কামাল : আমাকে যখন ক্ষমতা দেয়া হয়, তখন আমি বলেছিলাম, আমার কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে। আমি পেয়েওছিলাম। '৯৬ সালে তাই বেসরকারি পাওয়ার পলিসি তৈরি হয়। আমরা শর্টটাইম পরিকল্পনা করেছিলাম। বার্জ মাউন্ট প্ল্যান্ট তিনটি বসিয়েছিলাম। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও করেছিলাম। মেঘনাঘাট, হরিপুর এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অংশ।

২০০০ : দুর্নীতি বিদ্যুৎ খাতকে খেয়ে ফেলেছে। অনেকে বলে, অযাচিত সংস্কার বিদ্যুৎ খাতের রুগণতার কারণ। আপনি কী অভিমত পোষণ করেন?

কামাল : দুর্নীতি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলব না। দেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অনেক পুরনো। এসবের পরিচর্যা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে যারা কাজ করে, তারা পরিচর্যা করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে নষ্ট করে। জনগণের সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে লাগায়।